স্প্যানিশ লা লিগার ম্যাচে মালাগাকে ১-০ গোলে হারাল কেটাফেল। ম্যাচের গোলদাতা কলা।

মাঠে - ময়দানে

অস্ট্রেলিয়ান এ লিগের ম্যাচে পার্থ গ্লোরিকে ৩-২ গোলে হারাল মেলবোর্ন ভিক্ট্রি।

ভারতের বিরুদ্ধে চাপে প্রোটিয়ারা

সেঞ্চুরিয়ান, ১৩ জানুয়ারি: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টেও প্রাথমিকভাবে অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গেল ভারত। সেঞ্চুরিয়ানের খরাটি পিচে ভারতীয় বোলিংয়ের বিরুদ্ধে বেশ লড়াই করতে হচ্ছে প্রোটিয়া ব্যাটসম্যানদের।

এদিন দল নির্বাচনে চমক দেয় ভারত। প্রথম টেস্টে ব্যর্থতা সত্ত্বেও দলে থাকেন রোহিত শর্মা। আর আগের টেস্টে সেরা বোলার ভুবনেশ্বর কুমারের বদলি হিসাবে দলে আসেন ইশান্ত শর্মা। এছাড়াও শিখর ধাওয়ানের বদলে ওপেনিংয়ে লোকেশ রাহুল এবং উইকেটরক্ষক হিসাবে ঋদ্ধিমান সাহার বদলে পার্থিব প্যাটেল প্রথম একাদশে সুযোগ পান। অন্যদিকে, প্রত্যাশামতোই চোটের জন্য ছিটকে যাওয়া ডেল স্টেইনের বদলে লুঙ্গিসানি এনগিদিকে দলে আনে প্রোটিয়ারা। এদিন প্রথমে ব্যাট করে তারা।

ওপেনিংয়ের শুরুটা বেশ ভালই করেছিলেন ডিন এলগার (৩১) ও আইডেন মার্করাম (৯৪)। এরপর হাসিম আমলা (৮২) রান পেয়েছেন। প্রথম উইকেট জুটিতে বড় রান উঠলেও এরপর থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে দক্ষিণ আফ্রিকা। রান পাননি এবি ডিভিলিয়ার্স (২০), কুইন্টন ডিকক (০) ও ভার্নন ফিল্যান্ডার (০)। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ২৫৬/৬। ভারতের হয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৩টি উইকেট নিয়েছেন।

আজ উজ্জীবিত ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে পরীক্ষা মুম্বই সিটি'র

মুম্বই, ১৩ জানুয়ারি: পুনরুজ্জীবিত কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে রবিবার মুম্বই ফুটবল এরিনাতে খেলবে মুম্বই সিটি এফসি। দু'দলের মধ্যে পার্থক্য মাত্র তিন পয়েন্টের, চতুর্থ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের মাঝপথে। কেরালার নতুন কোচ ডেভিড জেমস আসার পর এখনও হারেনি গতবারের রানার্সব্লাস্টার্স।

ছন্দে আছে মুম্বই সিটি এফসিও। শেষ তিনটি ম্যাচে অপরাজিত, যার মধ্যে দুটিতে জিতেছে। তাদের কোচ আলেকজান্দ্রে গিমারায়েস অবশ্য জানাতে ভোলেননি যে, দলের বিরুদ্ধে প্রথম পর্বে ১-১ ড্র করেছিল তার তুলনায় কেরালা ব্লাস্টার্স এবার অন্য দল। 'নতুন কোচ এলে সবাই উদ্দীপ্ত হয়ে পড়ে। যারা বেঞ্চে থাকে, যারা খেলে, সবাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আঙ্গুয়ে ম্যাচ জিতেছে যা ওদের ফিরিয়ে এনেছে লড়াইতে, যা আমাদের কাছে বাড়তি সতর্কতা। কোনও সুযোগ দেওয়া চলবে না ওদের। নতুন একজন বিদেশিও আছে ওদের, যা অন্যমাত্রা দিয়েছে দলকে। এমন একটা দল যারা বাইরের মাঠেও খেলতে আসছে বাড়তি এনার্জি নিয়ে' বলেছেন

গিমারায়েস। কেরালা সই করিয়েছে কেজিরন কুজিতাকে, ভারতীয় ফুটবলে যার শুরুটা ভালই হয়েছে। তবে নিজের দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী গিমারায়েস। জানিয়েছেন যে, মরশুমের প্রথম পর্ব যেমন ভেবেছিলেন তেমনই গিয়েছে। 'প্রথম লক্ষ্য ছিল, মরশুমের মাঝপথে প্লে-অফের কাছাকাছি থাকা, যা আমরা করেছি। ফলে এখন আমরা ভাল জায়গায়। প্রথম চারে থাকার জন্য লড়ে যেতে হবে শেষ দিন পর্যন্ত, আশা করছি নিজেদের ধরে রাখতে পারব প্রথম চারে। সেজন্য ঘরের মাঠে জয় পাওয়াও জরুরি দলের ফুটবলারদের দক্ষতায় আস্থা আছে, ফুটবলাররা সবাই শেষ পর্যন্ত লড়ে প্রথম চারে নিজেদের ধরে রাখতে পারবে আশা করছি' বলেছেন গিমারায়েস।

কোস্তারিকান কোচ আরও জানিয়েছেন, যে তিনি দেখতে চান কেরালার সংগঠক রক্ষণ কী করে ভেঙে ফেলে তাঁর দলের আক্রমণভাগ। ব্লাস্টার্সের প্রধান কোচ জেমস বলেছেন, মুম্বই সামান্য হলেও এগিয়ে রয়েছে বেশিদিন বিশ্রাম পেয়ে। যার অর্থ তাঁর দলের ফিজিওদের কাজ বেড়েছে, ফুটবলারদের কম বিশ্রামেও পরের ম্যাচের জন্য তৈরি রাখতে। তিনি আরও বলেছেন যে, দিল্লি ডায়নামোজের থেকে মুম্বই সিটি এফসি'র বিরুদ্ধে খেলা একটু হলেও আলাদা। দিল্লিকে কেরালা হারিয়েছিল ৩-১ ব্যবধানে। 'গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল আগের ম্যাচে আমরা ভয় পাইনি, দল শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। জিততেই হবে আমাদের, বিশেষত আগের ম্যাচগুলোয় যা ফলাফল ছিল তার ভিত্তিতে। মুম্বইয়ের খেলার ধরন দিল্লির চেয়ে আলাদা। আমাদের সেই অনুযায়ী তৈরি থাকতে হবে। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের কোচিং স্টাফরা খুবই ভাল। দিল্লির বিরুদ্ধে খেলাটা উপভোগ্য ছিল ঠিকই, কিন্তু এটা আরও একটা আঙ্গুয়ে ম্যাচ যেখানে আমাদের নিজেদের কাজগুলো ঠিকঠাক করতে হবে, যা আমরা সব ম্যাচে হয়ত করতে পারিনি' বলেছেন তিনি। দেশজুড়ে ব্লাস্টার্সের সমর্থক ছড়িয়ে আছে, তাই মুম্বইতেও জেমস ও তাঁর দল প্রয়োজনীয় সমর্থন পাবে মাঠের বাইরেও। মুম্বই ফুটবল এরিনার ফুটবলের পরিবেশ দুর্দান্ত। ব্লাস্টার্স চাইবে সেই সমর্থন সঙ্গে নিয়ে মরশুমে ঘুরে দাঁড়ানোর কাজ শুরু করতে।

নিউজিল্যান্ডে দুরবস্থা পাকিস্তানের, আফগানদের হাতে বিধ্বস্ত ছোটরা, 'তড়িদাহত' বড়দের দল

ডুনেডিন ১৩ জানুয়ারি: ট্রেন্ট বোল্টের ভয়ঙ্কর গতিতে লজ্জার ইনিংস পাকিস্তানের। ৭৪ রানে শেষ পাক ইনিংস। ওয়ান ডে ক্রিকেটে এটি পাকিস্তানের তৃতীয় সর্বনিম্ন স্কোর।

ডুনেডিনে তৃতীয় ওয়ান ডেতে পাকিস্তানকে ১৮৩ রানে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ৩-০ এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড। প্রথম দুটি ম্যাচে হারের পর এদিন কিছুটা ভাল শুরু করেছিলেন পাক বোলাররা। ২৫৭ রানে কেন উইলিয়ামসনদের বেঁধে রেখেছিল পাকিস্তান। কিন্তু রান তাড়া করতে নেমে ভয়ঙ্কর বোল্টের সামনে মাত্র ৭৪ রানে আত্মসমর্পণ করেন পাক ব্যাটসম্যানরা। ৭.২ ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র ১৭ রান দিয়ে পাঁচটি উইকেট তুলে নেন বোল্ট। এটি যুগ্মভাবে পাকিস্তানের তৃতীয় সর্বনিম্ন ওয়ান ডে স্কোর। এর আগে ১৯৯২ বিশ্বকাপে অ্যাডিলেড ওভালে ইংল্যান্ডের কাছে ৭৪ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। তবে পাকিস্তানের সর্বনিম্ন স্কোর অবশ্য ১৯৯৩ কেপ টাউনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৪৩। এদিন ১৬ রান ৬ উইকেট হারানোর পর সর্বনিম্ন স্কোরের ঝুকুটি ছিল পাকিস্তানের সামনে। শেষ পর্যন্ত ১০ ও ১১ নম্বর ব্যাটসম্যানের ব্যাটে মান বাঁচায় পাকিস্তান। পাক ইনিংসের সর্বোচ্চ ১৬ রান করেন একাদশ ব্যাটসম্যান রুমন রইজ। দশ নম্বর ব্যাটসম্যান মহম্মদ আমিরের সংগ্রহ ১৪।

কিউয়ি ভূখণ্ডে পাক ক্রিকেটের দিনটা কাটল চূড়ান্ত ব্যর্থতায়। ডুনেডিনে কেন উইলিয়ামসনদের কাছে সরফরাজদের বিধ্বস্ত হওয়ার কিছুক্ষণপেশ মধ্যেই সিনিয়র টিমকে অনুসরণ করল পাকিস্তানের অনূর্ধ্ব ১৯ দল। কোভাম ওভালে যুব বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই পাকিস্তানকে পরাজয়ের মুখে দেখতে হলে। তাও আবার আফগানিস্তানের মতো উঠতি দলের কাছে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তান ৪৭.৪ ওভারে ১৮৮ রানে অলআউট হয়ে যায়। ওপেনার রোহেল নাজির একাই করেন ৮১ রান। এছাড়া আলি জারিয়াব আসিফ ৩০ রানের যোগদান করেন। বাকিরা কেউই বলার মতো রান করতে পারেননি। আফগানদের হয়ে তিনটি করে উইকেট নেন আজমাতুল্লাহ ওমারজাই ও কায়িস আহমদ। দুটি উইকেট নিয়েছেন নবীন-উল-হক। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে আফগানিস্তান ৪৪.৩ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১৯৯ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায়। দারউইশ রসুলি ৭৬ রানে অপরাজিত থাকেন। ইকরম আলি খিল করেন ৪৬ রান। ম্যাচের সেরা হন রসুলি। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের অপর ম্যাচে জিম্বাবোয়ে ১০ উইকেটে পরাজিত করেছে পাপুয়া নিউ গিনিকে। বাংলাদেশ ৮৭ রানের ব্যবধানে জয় তুলে নিয়েছে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে। আয়োজক নিউজিল্যান্ড ৮ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

কমনওয়েলথ গেমসের টিকিট হাতছাড়া হতে পারে সুশীলের

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি: আসন্ন কমনওয়েলথ গেমসে দেশের হয়ে ম্যাটে নামার স্বপ্ন অবরা থেকে যেতে পারে সুশীল কুমারের। এমনকি তাঁর ঘাড়ে নির্বাসনের খাড়াও নেমে আসতে পারে।

গত মাসে সিলেকশন ট্রায়ালে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গোল্ড কোস্টের টিকিট নিশ্চিত করেছিলেন দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগীর। তবে ট্রায়াল চলাকালীন প্রতিপক্ষ প্রভীন রানার সমর্থকদের সঙ্গে ঝামেলা বাধে সুশীল অনুরাগীদের। অনভিপ্রেত ঘটনায় প্রভীনের ভাই নবীন রানা সহ বেশ কয়েকজন আহত হন ও তাদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। সুশীল কুমার ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি পেশ করলেও প্রভীনের তরফে সুশীল কুমার ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ করা হয়। পরে সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের কাছেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রভীন।

অভিযোগ পাওয়া মাত্রই ফেডারেশনের তরফে শো-কজ নোটিস ধরানো হয় সুশীলকে।

যার উত্তরও দিয়েছেন দেশকে একজোড়া অলিম্পিক পদক এনে দেওয়া সুশীল। এক পৃষ্ঠার জবাবে ফেডারেশন সন্তুষ্ট হোক বা না হোক, দিল্লি পুলিশ যদি ঘটনার তদন্তে সুশীলের বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন করে, তবে এপ্রিলের কমনওয়েলথ গেমস থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এমনটাই জানানো হয়েছে ডব্লুএফআই-এর তরফে। পাশাপাশি এও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ফেডারেশন যদি এই ঘটনার সঙ্গে সুশীলের জড়িত থাকার প্রমাণ পায়, তবে তাকে নির্বাসিতও করা হতে পারে।

ট্রায়াল চলাকালীন এই ঝামেলার সঙ্গে তাকে জড়ানোর প্রচেষ্টায় হতভম্ব সুশীল জানিয়েছেন, 'কুস্তিই আমার জীবন এবং খেলাটার প্রতি আমি দায়বদ্ধ। অন্য কোনও কুস্তিগীরকে ছোট্ট করা বা দমিয়ে রাখার কোনও উদ্দেশ্য বা প্রচেষ্টা কখনই আমার ছিল না। বরাবর ফেডারেশনের নিয়ম মেনে খেলেছি এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার চেষ্টা করিনি কখনও। ফলফ করে বলতে পারি, আমি অথবা আমার কোনও সমর্থক এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নেই। এমন ঘটনার আমি নিন্দা করি। আমি এটা ভেবে অবাক হচ্ছি, এমন ঘটনার সঙ্গে আমাকে জড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বাউটের শেষেই আমি ম্যাট ছেড়েছিলাম এবং স্টেডিয়ামের বাইরে অপেক্ষমাণ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার জন্য বেরিয়ে গিয়েছিলাম।'

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া দিল্লির সামনে এখন টিকে থাকার লড়াই

মুম্বই, ১৩ জানুয়ারি: ইন্ডিয়ান সুপার লিগ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে দিল্লি ডায়নামোস। আর লিগের শীর্ষে থাকা বেঙ্গালুরু এফসি'র বিরুদ্ধে নিজেদের মাঠে দিল্লির সামনে এখন বিরাট শঙ্কা। রবিবার রাতে নিজেদের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে।

দিল্লি এখন জয় পেতে মরিয়া। নিজেদের প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে তিন পয়েন্ট খুব জরুরি এখন, আইএসএল যখন ক্রমশ শেষ দিকে পৌঁছাচ্ছে। তাই অবাক হওয়ার কিছু থাকে না যখন তাদের কোচ মিগেল আনখেল পর্তুগাল বলে ফেলেন, বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচটা এখন 'ফাইনাল'। যখন তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচটাকে কীভাবে দেখছেন, পর্তুগাল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'আমাদের জন্য তো ম্যাচটা এখন ফাইনালই।'

আইএসএলও এখন দু'দলের যা অবস্থা, সম্পূর্ণ বিপরীত বললেও কম বলা হয়। দিল্লি ডায়নামোস ছন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আছে দশ দলের তালিকায় সবার নিচে। ৯ ম্যাচে মাত্র চার পয়েন্ট পেয়েছে পর্তুগালের দল। ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচে তারা ১-৩ গোলে হেরেছে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে। বেঙ্গালুরু এফসি সেখানে লিগ তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। আলবের্তো রোকার দল তাই ছন্দহীন দিল্লি ডায়নামোসকে হারিয়ে শীর্ষস্থানে থাকা আরও নিশ্চিত করে রাখতে চাইবে রবিবার।

শেষ ম্যাচ সম্পর্কে পর্তুগাল বলেছেন, 'ম্যাচটা থেকে আমাদের আরও অনেক বেশি কিছু পাওয়ার ছিল। আমরা কিন্তু ভালই খেলেছিলাম। প্রায় ৭০ শতাংশ বল পজেশন ছিল আমাদের। কেরালা সবকটা সুযোগ কাজে লাগিয়ে ম্যাচটা ৩-১ গোলে জিতে নেয়।' স্পেনীয় কোচ অবশ্য দলের এই দুরবস্থাতেও পাশেই দাঁড়িয়েছেন তাঁর ফুটবলারদের। 'পরের ম্যাচেও আমাদের মোটামুটি একই দল খেলবে। আমার কিন্তু মনে হয় ফুটবলাররা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খারাপ খেলবে না।'

পরপর দুটি ম্যাচ এটিকে আর কেরালার বিরুদ্ধে জিতে দিল্লির বিরুদ্ধে খেলতে আসছে বেঙ্গালুরু। তাই ম্যাচে নামার আগে তারা বাড়তি আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু তাদের কোচ আলবের্তো রোকা কোনও ম্যাচই হাল্কাভাবে নিতে রাজি নন। বিপক্ষ সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় রোকা বলেছেন, 'ওদের কোচ পর্তুগালকে শ্রদ্ধা করি। ওরা কিন্তু বেশ ভালই খেলছে। শুধু ভাগ্যের সহায়তা পাচ্ছে না। তাই ওদের বিরুদ্ধে খেলার সময় সাবধান থাকতেই হবে।'

এবারই প্রথম আইএসএলে খেলতে এসেছে বেঙ্গালুরু এবং অভিষেক মরশুমেই তারা আছে দুর্দান্ত ছন্দে। সুনীল ছেত্রীর মতো ফুটবলার ফর্মের শীর্ষে থাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে রোকা ভুয়সী প্রশংসাই করেছেন তাঁর ফুটবলারদের। 'সতিই আমাদের দলে দেশের সেরা ফুটবলার আছে বেশ কয়েকজন। দেশের অধিনায়ক আমাদের দলে, কিন্তু তবুও দল হিসাবে গড়ে তুলতেই হচ্ছে নিজেদের। সবাইকেই শিখতে হবে, উন্নতি করতে হবে আরও। বিশেষত রবিবার আমাদের কাঙ্খিত ফল পেতে', বলেছেন রোকা।

সুইডিশদের জীবনধারা হয়ে উঠেছেন ইব্রা

(প্রথম পর্বের পর)

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৩ জানুয়ারি: যদিও জাল্টান অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি যেখানেই গিয়েছেন বিতর্ক তার পিছু ছাড়েনি। এটির কারণ হতে পারে জাতানের উদ্ধত স্বভাব, যার কারণ ছিল তার দুঃসহ শৈশব। এর মাঝে দুটি ঘটনা মিডিয়াতে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। আয়াক্সে থাকাকালীন নিজের দলের খেলোয়াড় রাফায়েল ভন ডার ভার্টের সঙ্গে মারপিটের পরে তার পা ভেঙে দেবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন জাল্টান। কিছুদিন পরে নেদারল্যান্ড এবং সুইডেন আন্তর্জাতিক ম্যাচে মুখোমুখি হলে জাল্টানের ট্যাকলে ইনজুর্ড হয়ে মাঠ ছাড়েন এই ডাচ খেলোয়াড়। পরবর্তীতে ভন ডার ভার্ট যদিবি করেন, জাল্টান এটি ইচ্ছে করে করেছেন। তবে নিজের বায়োগ্রাফিতে এই অভিযোগ অস্বীকার করে এটি অনিচ্ছাকৃত ছিল বলে জানান ইব্রা।

তায়কান্দোতে ব্ল্যাকবেল্টধারী সুগঠিত দেহের অধিকারী ইব্রা আরেকবার মারামারিতে জড়ান এসি মিলান সতীর্থ আমেরিকান ফুটবলার অগুচি অনিউর সঙ্গে। অনিউ নিজেও ছিলেন জাল্টানের মতোই দীর্ঘ এবং বিশাল দেহের অধিকারী। এই মারামারিতে জাতানের মেরুদণ্ডেও হাড় ভেঙে গিয়েছিল। জানা যায়, এই দুজনের মধ্যেকার এই মারামারি থামাতে কোচ সহ প্রায় ১০ জন মানুষ লেগেছিল। বারবার ক্লাব বদলের কারণেও জাল্টান জন্ম দিয়েছেন অনেক বিতর্কের। এই কারণে খেলোয়াড় এবং দর্শকের তেমন একটা পছন্দের পাত্র নন এই স্ট্রাইকার।

১০ বছর বয়সে নিজের পাড়ার ক্লাব এফবিকে বলকানের হয়ে যখন

খেলছিলেন, একটি ম্যাচে দ্বিতীয় অর্ধে মাঠে নামেন তিনি, যখন তার দল ৫-০ তে পিছিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের ম্যাচের দায়িত্ব একাই নিজের মাথায় তুলে নেন। একাই ৮ গোল করে দলকে জেতান ৮-৫ গোলে। এই ম্যাচের মাধ্যমেই জন্ম হয়েছিল জাল্টান ইব্রাহিমোভিচের। খুব অল্প বয়সেই ইউরোপের অনেক বড় দলের নজর পড়েছিল এই সুইডিশ বালকের উপর।

ব্যক্তিগত জীবনে এখনও বিয়ে না করলেও সাবেক সুইডিশ মডেল হেলেনা সেগারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্কে আছেন জাল্টানের। তাদের রয়েছে দুই সন্তান। নিজের শরীরে ট্যাটু আঁকাতে পছন্দ করেন এই তারকা। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে একবার গোল করে জাল্টান নিজের জার্সি খুলে ট্যাটু প্রদর্শন করেন। জাতিসংঘের ফুড প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে জাল্টান বিশ্বজুড়ে ক্ষুধার্ত আছে এমন ৫০ জনের নাম নিজের শরীরে লেখান। জাতানের শরীরে অনেকগুলোই ট্যাটু আছে, কিন্তু কিছু ট্যাটু আছে যেগুলো তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। তার শরীরে রয়েছে ড্রাগনের একটি ট্যাটু, যেটি জাতানের যোদ্ধার মতো মানসিকতার পরিচয় বহন করে। আরও আছে কই মাছের একটি ট্যাটু, যেটি প্রকাশ করে স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার মনোভাব। ফুটবলের বাইরে সফল ব্যবসায়ীও জাল্টান ইব্রাহিমোভিচ। সুইডেনে এ-জেড নামে একটি ব্র্যান্ড রয়েছে তার। সুইডিশ জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়া এই তারকার মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর ফোর্বসের মতে, তার বার্ষিক আয় ৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সুইডিশ হলেও জাল্টানের ফুটবল আইডল ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার রোনাল্ডো। ছোটবেলায় রোনাল্ডোকেই অনুকরণ করার চেষ্টা করতেন ৩৬ বছর বয়সী এই ফুটবলার। ভিন্ন ভিন্ন ক্লাবের হয়ে লিগ জেতা এই স্ট্রাইকার যেখানেই গেছেন, যেই কোচের অধীনেই খেলেছেন, গোল করেছে অনেক। নিজের সময়ের অন্যতম সেরা এই স্ট্রাইকার বলেন, 'আমি সবসময়েই নিজেকে দ্বিতীয়তে রাখতে পছন্দ করি। আমি যেখানেই গিয়েছি আমার সতীর্থদের, ভক্তদের খুশি করার চেষ্টা করেছি। আমি গত ১০ বছরে ৫টি ভিন্ন ক্লাবের ৯ বার লিগ জিতেছি। কিন্তু আমি তখনই সন্তুষ্ট, যখন আমার সতীর্থ, কোচ, ভক্ত সবাই খুশি। আমার হৃদয় অনেক বড়।'

জাল্টানের সাক্ষাৎকারগুলো দেখলে একটি জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, তার নিজেকে খুবই পছন্দ। বাস্তবিকেই নিজের নাম তার এতটাই পছন্দ যে, ২০০৩ সালে সুইডেনে নিজের নাম ট্রেডমার্ক হিসাবে রেজিস্ট্রেশন করান, যাতে অন্য কেউ তার নাম বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে না পারে। ফ্রান্সে এখন 'জাল্টানের' এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'টু ক্রাশ'। সুইডিশ শব্দভাণ্ডারে ক্রিয়াপদ হিসাবে 'টু জাল্টান' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে, যেটির অর্থ হচ্ছে 'টু ডু সামথিং অডাসিয়াস অর আউট্রাজিওয়াসলি ব্রিলিয়ান্ট'। জাল্টান ইব্রাহিমোভিচ শুধু একজন ফুটবলারের নাম নয়। তিনি হয়ে উঠেছেন একজন প্রতীক, জীবনযাপনের এক স্বতন্ত্র ধারা।

নিজের রাগী স্বভাব এখানে বজায় থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে ইব্রা বলেন, 'আগে রাগ আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতো কিন্তু এখন আমি রাগকে নিয়ন্ত্রণ করি।' ৯ বার সুইডেনের সেরা খেলোয়াড়ের খেতাব পাওয়া এই খেলোয়াড় ২০১১ সালে নিজের আত্মজীবনী 'আই এম জাল্টান' প্রকাশ করেন। বেস্ট সেলিং খেতাব পাওয়া এই বইয়ে নিজের শৈশবের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন তিনি। পেপ গার্দিওলার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়েও বেশ খোলাখুলি আলোচনা করেছেন এখানে। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে বইটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। *(সমাপ্ত)*

প্রকাশক এবং মুদ্রক টি দুর্গা রাও, স্বত্বাধিকারী : আশিষ লাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪১০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪১০৩ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক : আশিষ লাহা* (পিআরবি অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রকাশিত সমস্ত সংবাদের জন্য দায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha*(*responsible for selection of news under the PRB Act).